সাতের সৌভাগ্য

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

সাত। সংখ্যাটা সামনে এলে কেন যেন সবারই মনে হয়, দারুণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সামনে অপেক্ষা করছে সৌভাগ্য। আর ওদিকে তেরো সংখ্যাটি সামনে এলেই যেন ১৩ নম্বর মহাবিপদ সঙ্কেত! সংখ্যাদুটিকে এভাবে ভালবাসা বা ভয় পাওয়া কেন? চলো তো, মানুষের ধারণা, ইতিহাস ও বাস্তবতায় একটুখানি চোখ বুলিয়ে আসি।

সাত কেন এত জনপ্রিয়? একটু খেয়াল করলে দেখবে সপ্তাহে দিন সাতটি। রংধনুতে রং আছে সাতটি। মহাদেশ ৭টি। সঙ্গীতে আছে ৭টি মৌলিক সুর। মহাসাগর আছে সাতখানা। প্রাচীন পৃথিবীর আশ্চর্য আছে ৭টি। নিরপেক্ষ এসিডের পিএইচ ৭।

সাত সংখ্যাটি মানুষ যুগে যুগে ব্যবহার করেছে। শেক্সপিয়র মানুষের জীবনকে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন। জেমস বন্ড চরিত্রের স্রষ্টা ইয়ান ফ্লেমিং বন্ডের কোড দিয়েছেন ডাবল ও সেভেন। সিআর সেভেনকে কে না চেনে?

সপ্তাহের সাতটা দিনের কথাই ধরো। দশ-বারো না হয়ে সাত দিন কেন? একসময় মনে করা হত পৃথিবীর চারপাশে ৭টি গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে। সূর্যকেও গ্রহ মনে করা হত। চাঁদ বাদে বাকি পাঁচটি আসলেও গ্রহ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। খেয়াল করলে দেখবে, এই সাতটি 'গ্রহের' নামেই সপ্তাহের সাতটি দিন। শুধু ইংরেজি নয়, বাংলা ভাষায়ও প্রচলনটা অক্ষুণ্ণ আছে। সোম কিন্তু চাঁদের একটি নাম। মানে সাত গ্রহের জন্য সাত দিন।

সপ্তাহে সাতটি দিনের সূচনা করেছিল ব্যাবিলনীয়রা। চাঁদের ভিত্তিতে হিসাব করলে এক নতুন চাঁদ থেকে অপর নতুন চাঁদ পর্যন্ত সময়ের চার ভাগের প্রায় এক ভাগ (২৩.৭%) বা কোয়ার্টার এক সপ্তাহের সমান। চাঁদের চারটি ভাগকে এক সপ্তাহ পরপর তারা উদযাপন করে পার করত। ধারণা করা হয়, সাতের জনপ্রিয়তার শুরু তখন থেকেই।

বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, মানুষ ৭ সংখ্যাটিকে অনেক বেশি পছন্দ করে। ২০১৪ সালের এক জরিপে মানুষকে ইচ্ছামতো যেকোনো সংখ্যা পছন্দ করতে বলা হয়। মানে ১ বা ১০০০ কিংবা ১ লক্ষ যা ইচ্ছে বলা যাবে। কিন্তু দেখা গেল, ৩০ হাজার মানুষের মধ্যে ৩ হাজার মানুষ মানে ১০ ভাগ মানুষ ৭কেই বেছে নিয়েছেন! সাতের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত।

বিভিন্ন জরিপে মানুষ সাতকে কেন বেশি পছন্দ করে? এর কারণ শুধু এই নয় যে মানুষ সাতকে সৌভাগ্যময় সংখ্যা ভাবে। কারণ আরও আছে। ১৯৫৬ সালে মনোবিদ জর্জ মিলার যুগান্তকারী একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, সাতকে বাছাই করা কাকতালীয় কোনো ব্যাপার নয়। দেখা গেছে, আমাদের স্মৃতি সাতটি পর্যন্ত জিনিস মনে রাখতে পারে অনায়াসে। সাতটি আলাদা প্রকারকে আমরা সহজে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারি। এদের সম্পর্কে মতামত দিতে পারি। ২০০৮ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, মস্তিষ্ক সেরা তথ্য দিতে পারে যদি নিউরনের শাখাগুলো (ডেনড্রাইট) সাত চিহ্নিত উদ্দীপনা পায়। তার মানে, সম্ভবত সাতকে আমরা সবচেয়ে অনায়াসে মনে রাখতে পারি।

সাতের জনপ্রিয় হবার পেছন অনুকরণপ্রিয়তাও ভূমিকা রেখেছে। সেই ব্যাবিলনীয়দের থেকে চলে আসা একটি ঐতিহ্য কালক্রমে অনুকরণ করে গেছে মানুষ। আমরাও করছি আজও।

বহু সংস্কৃতিতেই সাধারণভাবে সাতকে ভাগ্যবান সংখ্যা মনে করা হয়। চীনা সংস্কৃতিতে পাঁচটি মৌলিক পদার্থ হলো পানি, আগুন, মাটি, কাঠ ও ধাতু। এ দুটির সঙ্গে জড়ানো হয় ইন ও ইয়াং নামে একটি ধারণা। যার মানে হলো আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন জিনিসও একে অপরের সুন্দর পরিপূরক হতে পারে। সব মিলিয়ে সাতটি জিনিসের সমাবেশ কনফুসিয়বাদের ঐকতানের প্রতীক। ধর্মেও সাতের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। ইসলাম ও ইহুদী ধর্মে বেহেশতের স্তর সাতটি। মুসলমানরা কাবাকে ৭ বার তাওয়াফ করে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী ও গণিতবিদের মতে, সংখ্যা হিসেবে সাতের আছে কিছু অভিনব বৈশিষ্ট্য।

ওদিকে ১৩ সংখ্যাটিকে বহু মানুষ অপছন্দ করেন বা ভয় পান। এই বিশেষ ভীতিটার একটা নামও আছে। ট্রিসকাইডেকাফোবিয়া। দেখা গেছে, প্রতি ১০ জনে একজন মানুষ এই ভীতিতে থাকেন। চন্দ্রাভিযানের অ্যাপোলো-১৩ অভিযানের ক্রুরা চাঁদে পৌঁছতে না পারায় অনেকে ১৩ সংখ্যাকে দুষেছেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, ঐ অভিযানের তিনজন অভিযাত্রী কিন্তু মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। তাহলে ১৩ আসলে লাকি নাকি আনলাকি হলো?

সাত সংখ্যাকে সহজে মনে রাখার সাথে কিন্তু সাতের লাকি হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। লটারিতে ১ থেকে ১০ লেখা টোকেন থাকলে ৭ বাছাই করলে জেতার সম্ভাবনা বেশি হবে না। একটি ছোট্ট পরীক্ষা চালিয়ে তুমি নিজেই সেটা দেখে নিতে পারো। ১০টি কার্ডে ১ থেকে ১০ লিখে ১০০ বার (বা আরও বেশি, যত খুশি ততবার) না দেখে একটি কার্ড তুলে নাও। প্রতিবার গুণে রেখে শেষে টেবিল বানিয়ে দেখে নাও কোন সংখ্যা কয়বার পেলে। একই পরীক্ষা কয়েকবার করলে ফলটা আরও বেশি নির্ভরযোগ্য হবে। দেখো তো সাত বেশি পাওয়া গেল কি না।

ইতিহাস খুঁজলেও কিন্তু সাতের বিশেষ সৌভাগ্যের পক্ষে প্রমাণ মেলে না। ভাল ভাল আবিষ্কার বা মনিষীদের জন্ম বা অন্য যেকোনো ভাল ঘটনার তারিখ দেখলে ৭ এর কোনো বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। দেখা যায় না ১৩-এর কোনো অশুভ লক্ষণও।

আসলে সাত আমাদের জন্য কোনো সৌভাগ্য বয়ে আনে না। আমরাই সাতকে বেশি গুরুত্ব দেই। এটা সাতেরই সোভাগ্য। অতএব, ১৩ সংখ্যা কোনোভাবে সামনে চলে এলেও ট্রিসকাইডেকাফোবিয়া আতঙ্কে ভোগা যাবে না।

সূত্র: দ্য কনভারসেশন

লেখক: প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ।

https://theconversation.com/why-7-is-the-luckiest-number-55960

https://wonderopolis.org/wonder/is-seven-really-a-lucky-number

https://www.quora.com/Why-is-number-7-considered-to-be-a-lucky-number